(14) A) হিউমের মতে প্রত্যক্ষন কি?

10

B) হিউম কি ভাবে মুদ্রন ও ধারনার মধ্যে পার্থক্য করেছেন? (~~[illegible]~~ লিখতে হবে)

~~C) এই পার্থক্যটি তার দর্শনে কি স্থান অধিকার করে আছে?~~

~~D) মুদ্রন ও ধারনা বিষয়ক পার্থক্যটিকে হিউম কি ভাবে বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়ের (কার্যকারণ, দ্রব্য, আত্মা) [illegible] মীমাংসা হিসাবে ব্যবহার করেছেন?~~

~~E) সরল মুদ্রন সরল ধারনা এবং জটিল মুদ্রন জটিল ধারনার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।~~

Ans:-> (A) অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম লকের মত অনুসারে বলেন যে, মনের সমস্ত বিষয়ের উৎস হল অভিজ্ঞতা। হিউম মনের বিষয় মাত্রেরই নাম দিয়েছেন প্রত্যক্ষ (perception)। সুতরাং 'প্রত্যক্ষন' শব্দটির দ্বারা হিউম আমাদের জ্ঞানের মৌলিক উপাদানগুলিকেই বুঝিয়েছেন। প্রত্যক্ষন বা মৌলিক উপাদানগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয় থাকে।

(B) [আমাদের জ্ঞানের চরম উপাদান বা প্রত্যক্ষনকে হিউম দুভাগে ভাগ করেছেন। মুদ্রন ও ধারনা। হিউমের মতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষই মুদ্রন। তিনি সংবেদনকেও একপ্রকার মুদ্রন বলেছেন। অপরদিকে চিন্তা এবং অনুমানের ক্ষেত্রে মুদ্রনের যে অস্পষ্ট প্রতিরূপ পাওয়া যায় তাকেই ধারনা বলা হয়। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, যখন আমি শ্রেনীকক্ষের দিকে তাকাই তখন আমি শ্রেনীকক্ষের মুদ্রন লাভ করি। অপরদিকে পরে চোখ বন্ধ করে এই শ্রেনীকক্ষ সম্বন্ধে যখন চিন্তা [illegible] করি তখন পাই শ্রেনীকক্ষের ধারনা। হিউমের মতে ধারনা মুদ্রনের অস্পষ্ট প্রতিরূপ।

সমাপ্ত।

Scanned with CamScan

[মুদ্রণ ও ধারনার পার্থক্য দেখাতে গিয়ে হিউম বলেন, মুদ্রণ ও ধারনার পার্থক্য হল স্পষ্টতার পার্থক্য। মুদ্রণ স্পষ্ট ও জীবন্ত। সংবেদন এবং আবেগ যখন আমাদের মনে প্রথম আবির্ভূত হয় তখন তা খুবই স্পষ্ট ও জীবন্ত এবং এগুলি মুদ্রণ নামে খ্যাত। অপরদিকে যখন না আমরা যখন পরে এদের বিষয়ে চিন্তা করি তখন এদের স্পষ্টতা এবং জীবন্ত ভাব ম্লান হয়ে যায়। এদের অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বলে মনে হয়। মুদ্রণের এইরূপ অস্পষ্ট প্রতিরূপই ধারনা। অন্য কথায় বলা যায়, যে সব সাক্ষাৎ প্রতীতি (প্রত্যক্ষণ) অতি সবলে আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে সেগুলি সংবেদন (মুদ্রণ) এগুলি মন থেকে অন্তর্হিত হলে এদের যে সকল অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি মনে থেকে যায় সেগুলি হল ধারনা।] হিউম যে অর্থে ধারনা শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা কেবল মানস প্রতিকৃতিকেই বোঝায়। হিউম বলেন, কোন বিশেষ সময়ে ধারনা প্রায় মুদ্রণের মত স্পষ্ট বলে মনে হতে পারে আবার কখনও মুদ্রণ ধারনার মত অস্পষ্ট বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলিকে সাধারন নিয়মের ব্যতিক্রমরূপেই স্বীকার করতে হবে। সাধারনত মুদ্রণ ধারনার তুলনায় স্পষ্টতর ও অধিকতর জীবন্ত।

(B) হিউমের মতে, মুদ্রণ ও ধারনার মধ্যে যেমন স্পষ্টতার পার্থক্য বর্তমান তেমনি উভয়ের মধ্যে উৎপত্তিক্রমেরও পার্থক্য আছে। সকল ক্ষেত্রেই প্রথমে সরল মুদ্রণ উৎপন্ন হয়, তারপর সৃষ্টি হয় সরল ধারনা। সরল ধারনা সকল ক্ষেত্রেই সরল মুদ্রণের পরে আসে এবং সরল মুদ্রণ সরল ধারনার আগে আসে।]

হিউম সংবেদনের মুদ্রণ এবং অন্তর্দর্শনের মুদ্রণের মধ্যেও পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন সংবেদনের মুদ্রণ অজ্ঞাত কারন থেকে মনে আবির্ভূত হয়। অপরদিকে অন্তর্দর্শনের মুদ্রণগুলি অধিকাংশ ধারনা থেকে গৃহীত। ধরা যাক, আমার ঠান্ডা লাগার মুদ্রণ হয়েছে। মুদ্রণের অনুপস্থিতি কালে মুদ্রণের একটি প্রতিরূপ মনে থাকে। এই প্রতিরূপ একটি ধারনা এবং এই ধারনা একটি নতুন বিরক্তিকর মুদ্রণ সৃষ্টি করতে পারে। এই মুদ্রণের নাম অন্তর্দর্শনের মুদ্রণ। যখন আমরা স্মরণ ও কল্পনায় এই মুদ্রণের প্রতিরূপ পাই তখন এই প্রতিরূপকেই বলা হয় ধারনা। যদিও অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে মুদ্রণের ক্ষেত্রে মুদ্রণ ধারনার পরে আসে তবুও এই ধারনার আগে আবার কোন না কোন মুদ্রণ অবশ্যই থাকে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মুদ্রণ ধারনার পূর্বেই থাকে।

হিউমের মতে সকল ক্ষেত্রেই কি মুদ্রণ থেকে ধারনা পাওয়া যায়

হিউম বলেন যে, আমাদের যাবতীয় ধারনা মুদ্রণ থেকেই প্রাপ্ত। মুদ্রণ ছাড়া ধারনা হতে পারে না। যেমন, অন্ধ ব্যক্তির বর্ণ সম্বন্ধে বা বধির ব্যক্তির শব্দ সম্বন্ধে ধারনা হয় না কারন সেই বিষয়ে তার মুদ্রণ হয় না। অবশ্য এই সাধারন নিয়মের একটি ব্যতিক্রম হিউম স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, একটি মাত্র ক্ষেত্র আছে যেখানে মুদ্রণ ছাড়াও ধারনা হতে পারে। ধরা যাক একজন লোক নীল রঙের একটি বিশেষ প্রকার ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রকারের সাথে পরিচিত। এখন নীল রঙের বিভিন্ন প্রকারগুলি পরস্পর সাজিয়ে যে বিশেষ প্রকারটির সঙ্গে ঐ ব্যক্তির পরিচয় নেই (মুদ্রণ নেই) সেই প্রকারটি খালি রেখে প্রশ্ন করা হয় যে, ঐ ফাকা জায়গায় নীল রঙের কোন প্রকারটি হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে সেই নীল প্রকারের কোন মুদ্রণ ঐ ব্যক্তির না থাকলেও সে ঐ প্রকারটির একটি কাল্পনিক ধারনা করতে পারে। অবশ্য এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই মুদ্রণ ছাড়া ধারনা হয় না, প্রতিটি ধারনা অবশ্যই মুদ্রণ থেকে প্রাপ্ত হবে।

(C) মূল্যায়ন → মুদ্রণ ও ধারনা বিষয়ক আলোচনার মধ্য দিয়েই হিউম অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। মুদ্রণ ছাড়া ধারনা যদি না থাকে তাহলে লক যে সহজাত ধারনা অস্বীকার করেছেন তা যথার্থ। এই প্রসঙ্গে কান্ট বলেন যে, মুদ্রণ ছাড়া যে জ্ঞান হতে পারে না, এটি হিউমের একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং এর দ্বারাই বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্য যে বিচার ভিত্তিক নয় তা বোঝা যায়। হিউমের এই মতবাদকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরমানুবাদ বলা হয়। কারন, সরল মুদ্রণগুলি অবিভাজ্য একক বলে এগুলিকে পরমানু বলা হয়। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, মুদ্রণ ও ধারনার পার্থক্য হিউমের দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ন স্থান অধিকার করে আছে।

(D) মুদ্রণ ও ধারনার পার্থক্যকে হিউম দর্শনে যে সকল ধারনা আলোচনা করা হয় সেগুলির সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহন করতে বলেছেন, হিউমের মতে দর্শনে আমরা যে সকল ধারনা ব্যবহার করি সেই ধারনাগুলি সত্য বা যথার্থ কিনা তা নির্ণয় করার একটি বিশেষ ধারনাকে বিশ্লেষন করে যদি আমরা [illegible]

যথাযথ ভাবে দেখাতে পারি যে, সেই ধারনাটি কোন মুদ্রন বা মুদ্রন সমষ্টির প্রতিকৃতি তাহলে সেই ধারনাটিকে যথার্থ বলে সিদ্ধান্ত করতে হবে। আর যে ধারনার অনুরূপ কোন মুদ্রন বা মুদ্রন সমষ্টি নেই তাকে ভ্রান্ত বা অযথার্থ ধারনা বলতে হবে, সুতরাং মৌলিক মুদ্রনের সাথেই তুলনা করে ধারনার সত্যতা বা যাথার্থ নির্নয় করা যায়।

সত্যতার এই মানদন্ডটিকে হিউম বিভিন্ন প্রচলিত দার্শনিক ধারনা বিশেষত দ্রব্য, আত্মা এবং কার্যকারন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

দ্রব্যের ধারনা বিশ্লেষন করতে গিয়ে হিউম বলেন যে, দ্রব্য বলে যদি কোন ধারনা থাকে তাহলে এই ধারনা নিশ্চয় কোন মুদ্রন থেকে আসবে, কিন্তু সংবেদনের মুদ্রন থেকে এই ধারনা আসতে পারে না, কারন কেউই দ্রব্যকে রূপ বা স্বাদ বা স্পর্শ বলেন না। অর্থাৎ এটি চক্ষু, কর্ন বা জিহ্বা গ্রাহ্য নয়। অন্তর্দর্শনের মুদ্রন থেকেও এই ধারনা আসে না। কারন অন্তর্দর্শনের মুদ্রন আবেগ বা এই জাতীয় মানসিক অবস্থা হতে পারে। কিন্তু দ্রব্য এইরূপ নয়। সুতরাং দ্রব্যের ধারনা সংবেদন বা অন্তর্দর্শন কোন মুদ্রন থেকেই আমরা পাই না, তাই দ্রব্যের ধারনা বলে কিছু নেই, দ্রব্য আসলে কতকগুলি সরল ধারনার সমষ্টি বোঝায়।

হিউম আধ্যাত্মিক দ্রব্য রূপে আত্মা বা মনের ধারনা বিশ্লেষন করে সেগুলি বর্জন করতে বলেছেন, কারন, আত্মা বা মনের ধারনার অনুরূপ কোন মুদ্রন আমাদের হয় না, আত্মাকে তিনি কতকগুলি মানসিক ঘটনার সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন।

কার্যকারন সম্পর্কের ধারনার বিশ্লেষনের ক্ষেত্রেও হিউম একই পদ্ধতি অনুসরন করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন যে, কার্যকারন সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ~~কিন্তু~~ সান্নিধ্য এবং কালিক পারম্পর্য ছাড়া আর কোন বিষয়েরই জ্ঞান হয় না। কার্য-কারন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অনিবার্য সম্পর্কের কথা বলা হয় সেই অনিবার্য সম্বন্ধের ধারনার অনুরূপ কোন মুদ্রন হয় না। অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায় তা হল দুটি ঘটনার নিয়ত পারম্পর্য। এ ভাবে তিনি অনিবার্য সম্বন্ধের ধারনাকে বর্জন করতে বলেছেন।

N.M.

— ০ —